তারিখ ... 11 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

সংবাদ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণেও নারী শিক্ষা গুরুত্ব পাক

ড. মো. হুমায়ুন কবীর

এবারের (২০১৬) ঈদুল ফিতরে শিক্ষা ক্ষেত্রে আরেক খুশির ঈদ আনন্দ এনে দিল বর্তমান সরকার। সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে কাঙ্ক্ষিত সোনার হরিণ এনে দিতে চলেছে বর্তমান শিক্ষাবান্ধব সরকার। যখন সারাদেশের ঈদের ছুটির আমেজ শুরু হয়েছিল, ঠিক সে রকম মুহূর্তে দৈনিক ভোরের কাগজের গত ২ জুলাই ২০১৬ তারিখের একটি খবর স্বস্তির বৃষ্টির মতো বয়ে গেছে ভুক্তভোগীদের মাঝে। পত্রিকার সে খবরটি ছিল এ রকম যে, '১৯৯ কলেজ জাতীয়করণে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন'। আবার সে খবরের আরেকটি অংশে শিক্ষামন্ত্রীকে উদ্বৃত্ত করে সেখানে সেরা কলেজকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে চলেছেন। সেসব উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই সরকার দেশে শিক্ষা বিস্তারে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে সেরা মাধ্যমিক স্কুল ও একটি করে সেরা কলেজ সরকারি করবেন অর্থাৎ জাতীয়করণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। সেই ঘোষণার সময় অনেকের মনে হয়তো সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। আর তা হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। কারণ এ ধরনের ঘোষণা অতীতে অনেক সরকার বহুবার দিয়েও তারা তাদের কথা রাখেনি। কিন্তু ভিন্নতা দেখা গেছে এবার। ঘোষণার পর থেকেই একটি দুটি করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারি হয়ে আসছিল। এতে অনেকের মধ্যে বিশ্বাস জন্মেছিল এবং আশাও জাগ্রত হয়েছিল। সে আশার প্রতিফলন হলো এবারের ঈদের আগে সরকারের তৎপরতার এ খবরটি জানার পর। জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গোপনীয়তার মাধ্যমে একাজটি সফলভাবে করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

এর মধ্যে প্রথম দফায় ১৯৯টি কলেজ সরকারিকরণ করা হচ্ছে যার অনুমোদন ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা করে দিয়েছেন। অনুমোদন পাওয়া সেই ১৯৯টি কলেজের মধ্যে একটি তালিকায় রয়েছে ১৫৪টি এবং আরেকটি তালিকায় রয়েছে ৪৫টি কলেজ। প্রথম খবরটি প্রকাশের আরও তিন দিন পর ৫ জুলাই ২০১৬ তারিখে একই পত্রিকায় এ সম্পর্কিত আরেকটি খবর বেরিয়েছে। সেখানে আরও একধাপ এগিয়ে বলা হয়েছে, '১৯৯ কলেজে নিয়োগ নিষেধাজ্ঞা জারি'। সেখানে বলা হয়েছে 'আরও ১০২ উপজেলা কলেজের তালিকা আসছে'। অর্থাৎ ১৯৯টি কলেজ যে জাতীয়করণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এটিই তার বড় প্রমাণ। পত্রিকায় বিভাগ ও জেলাওয়ারি জাতীয়করণকৃত কলেজের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এ কাজের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াটি হলো- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর তা বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এসেছে। সেখান থেকে আরও একধাপ এগিয়ে তা এখন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে (মাউশি) প্রেরণ করা হয়েছে। সেখান থেকেই সারাদেশের সেসব তালিকাভুক্ত কলেজে সরকারি পরিপত্র জ্ঞাত করে আদেশ জারি করা হচ্ছে। আর এসব প্রতিষ্ঠানে ৩০ জুন ২০১৬ তারিখের পর থেকে আর কোন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দিতে পারবে না। এটি নিঃসন্দেহে একটি ভালো উদ্যোগ এজন্য যে, অনেকসময় দেখা যায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ ও ম্যানেজিং কমিটি এবং স্থানীয় একাধিক প্রভাবশালী হিসেবে পরিচিত প্রতারকচক্র মিলে কিছু অবৈধ নিয়োগ দিয়ে সেগুলোকেও জাতীয়করণের জন্য নতুন জটিলতা তৈরি করতে পারে। কারণ অতীতে এসব অনৈতিক কাজের নজির রয়েছে। যাহোক, এর আগে এতগুলো কলেজ একসঙ্গে কখনো জাতীয়করণ করা হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকারই শিক্ষার গুরুত্ব বুঝে যুগে যুগে এ খাতের উন্নয়নে কাজ করে গেছেন। অতীতের ইতিহাস দেখলে তা সহজেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। এর আগে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের আর্থিক তেমন কোন সঙ্গতি না থাকলেও বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে একসঙ্গে ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এক আদেশে জাতীয়করণ করে দিয়েছিলেন। তারপর আশির দশকে এরশাদ সরকারের আমল পর্যন্ত সুযোগ বুঝে কিছু কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ করা হলেও দীর্ঘদিন যাবৎ তা একেবারে থেমে ছিল, যা এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর আবার শুরু করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু কন্যা তারই পথধরে ২০০৯-২০১৪ মেয়াদের সরকারের আমলে ২৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে একত্রে জাতীয়করণ করে নিয়েছেন। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ পর্যন্ত ধাপে ধাপে ৫০টি স্কুল ও কলেজকে জাতীয়করণ করেছেন তিনি। অপরদিকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ নিরলস পরিশ্রম করে জাতীয়করণের প্রাক্কালে বিভিন্ন বিষয় যাচাই-বাছাই করে বেসরকারি কলেজগুলোর তালিকা প্রস্তুতির কথা জানান। বিশেষ করে যেসব উপজেলায় সরকারি কলেজ নেই সেসব উপজেলার একটি সেরা কলেজকে সরকারি করা হচ্ছে।

এক্ষেত্রে বেসরকারি কলেজের অধীনে জমির পরিমাণ, নির্মিত অবকাঠামো, কলেজের ফলাফল, খেলার মাঠ, এক্সট্রা কারিকুলাম এক্টিভিটি, জেলা ও উপজেলা সদরের সঙ্গে যোগাযোগ, স্থানীয় সংসদ সদস্যের মতামত ইত্যাদিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ সংক্রান্ত গঠিত কমিটির প্রধান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এএস মাহমুদ কমিটির অন্যান্যদের নিয়ে কাজটি অনেক দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজটি করছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতারক চক্র সক্রিয় রয়েছে বলে তাদের তরফ থেকে সতর্ক করা হচ্ছে। কারণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে, এবারে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমে শুধু যে স্কুল-কলেজ জাতীয়করণের বিষয়টিই থাকবে এমনটি নয় সেখানে আরও থাকবে- নতুন নতুন ভবন নির্মাণ, প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি, নতুন নতুন বিষয় খোলা, প্রকল্প অনুমোদনসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কাজের কথা বলে একটি প্রতারকচক্র দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অবৈধ অর্থ দাবি করছে। অথচ এগুলো কাজ হলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতীব রুটিন প্রকৃতির কাজ। এসব কাজের জন্য কোন ফি কিংবা বাড়তি ঘুষের প্রয়োজন নেই। সেখানে যে কোন ধরনের কোন প্রতারক এমনকি মন্ত্রণালয়ের পরিচয়ে কেউ একাজে জড়িত থাকলে তাকেও নিকটস্থ থানায় সোপর্দ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। কলেজের পর মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলও জাতীয়করণ করা হবে, তবে সেটার প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি অর্থাৎ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে এখনও তালিকা অনুমোদিত হয়ে আসেনি। সরকার এ পর্যায়ে মোট ৩২১টি উপজেলার কলেজকে জাতীয়করণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তারমধ্যে প্রথম দফায় ১৯৯টি অনুমোদিত হয়েছে, পরের দফায় ১০২টি অনুমোদনের পাইপলাইনে রয়েছে, তারপরে হয়ত এ প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। অপরদিকে মাধ্যমিক স্কুলের তালিকাও খুব শীঘ্রই হয়তো আসেব। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, বর্তমানে দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে ১ হাজার ৭৪৪টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। আর এগুলো শূন্যপদ পূরণ করার জন্য বিগত বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যারা কোন ক্যাডার সার্ভিসে চাকরি পায়নি, সেখানে তাদেরকে নিয়োগ দেয়া হবে। আবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য ইতিপূর্বে গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যাদের নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি তাদেরকে দিয়ে প্যানেল করে রাখা হয়েছিল। এখন শূন্য পদসমূহে সেই প্যানেল থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কাজেই সরকার যে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যেসব কলেজ জাতীয়করণ করার জন্য অনুমোদিত হয়েছে তাদের তালিকা ইতোমধ্যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেই প্রকাশিত তালিকার ব্যাপারে এখনও কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের ক্ষেত্রে যেসব মানদণ্ড নির্ধারিত হয়েছে সেগুলো ঠিকই আছে। কিন্তু সামনের তালিকার বিষয়ে একটি বিষয় খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখার প্রয়াস রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন। আর সেটি হচ্ছে মহিলা স্কুল, কলেজকে অগ্রাধিকার দেয়া। সেখানে যদি একই উপজেলায় মানসম্পন্ন একটি সাধারণ স্কুল বা কলেজকে জাতীয়করণ করার পরও মনে হয় যে সেখানে মহিষাদের মানসম্পন্ন স্কুল বা কলেজ রয়েছে তবে সেটিকে কোটার অতিরিক্ত হিসেবে বিবেচনা করে নেয়া যেতে পারে। কারণ বর্তমান শেখ হাসিনার সরকার নারীবান্ধব সরকার।

নারীর ক্ষমতায়নে এ সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব লাভ করেছে। বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদে ও সংসদের বাইরে প্রধান বিরোধী দলের নেত্রীরা হলেন নারী। জাতীয় সংসদের স্পিকার, সংসদ উপনেতা, জাতীয় সংসদ সদস্যগণের মধ্যে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ সদস্যই নারী। মন্ত্রিপরিষদে রয়েছে অনেক সফল নারী সদস্য। আজ শিক্ষা, পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনী, প্রশাসন, কূটনীতিক, জাতিসংঘ পরিচালিত বিদেশি মিশনসহ এমনকি জাতীয় প্যারেডেও নারীরা অনবদ্য অবদান রেখে চলেছে। নারী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়ার অংশ হিসেবে সরকার ডিগ্রি পর্যায় পর্যন্ত নারীদের লেখাপড়া অবৈতনিক করেছে। চাকরিতে তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত কোটা। কাজেই স্কুল বা কলেজ জাতীয়করণের ক্ষেত্রেও যদি নারীদের অগ্রাধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়, তবে ক্রম অগ্রসরমান নারীদের অগ্রগতি আরো কার্যকরভাবে এগিয়ে যাবে। দেশের বিভিন্ন নারীবাদী সংগঠনের সেটাই প্রত্যাশা। এদিকে সম্প্রতি বাজেট (২০১৬-১৭) পরবর্তী ডিবেট ফর ডেমোক্র্যাসির আয়োজনে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত এক আলোচনায় ইউনেস্কোর তথ্যানুযায়ী, শিক্ষা খাতে বরাদ্দ হওয়া উচিত জিডিপির ৬ শতাংশ। তবে বাংলাদেশে বর্তমানে অর্থাৎ ২০১৫-১৬ সালে তা ছিল ২.২ শতাংশ মাত্র। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় তা খুবই নগণ্য। অথচ এর পরিমাণ আফগানিস্তানে ৪.৬, ভুটানে ৫.৬, নেপালে ৪.১ ভারতে ৩.৯ এবং পাকিস্তানে ২.৫ শতাংশ। কাজেই শিক্ষায় বাজেট বাড়ালে এখাতে আরও মানুষের গবেষণা ও কর্মসংস্থানসহ সার্বিক উন্নয়নে এগিয়ে যাওয়া যাবে। কারণ এখনও দেশে পাঁচ সহস্রাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং প্রায় লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারী নন-এমপিও রয়েছে গেছে। সেগুলোকে জাতীয়করণ করতে না পারলেও অন্তত এমপিওভুক্তি দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। নতুন এমপিভুক্তির ক্ষেত্রেও মহিলা প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দিয়ে মহিলা শিক্ষক কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দিলে ষোলো কলা পূর্ণ হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা। আর বর্তমান নারী ও শিক্ষাবান্ধব সরকার সে পথেই হাঁটবেন বলে সংশ্লিষ্ট সবার প্রত্যাশা। এ সরকারের আমলে সব ক্ষেত্রে নারীদের গুরুত্ব পাওয়ার পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণেও তাদের অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। আর এখানেই স্বার্থকতা পাবে সর্বকালের সবচেয়ে বড় কাজ এতগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একসঙ্গে জাতীয়করণ।

[লেখক : ডেপুটি রেজিস্ট্রার, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়]
email: hkabirfmo@yahoo.com